দিনে গরম রাতে মিহি শীত এ মাসে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

রাজশাহী-শ্রীমঙ্গলে তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রিতে নামতে পারে

শফিউল আলম : এবারের হেমন্তের ব্যতিক্রমী দিকটি হলো, রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার মধ্যে গুটি পায়ে শীতের আগমনী এবং একটু আগেভাগে আসছে শীত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা নেই। দেশের বেশিরভাগ জায়গায় এখন দিনে গরম আর রাতে মিহি শীতের আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে। তবে কুয়াশার বিস্তার দিনে দিনে বাড়ছে। রাতে ও সকালে নৌ চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সপ্তাহ দুই আগেই বাংলাদেশের উপর থেকে বিদায় নেয় বর্ষার মেঘবাহী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। উত্তরে শীত সবে নামতে শুরু করেছে। এ মাসের শেষভাগে রাজশাহী বিভাগ ও শ্রীমঙ্গলে আগাম হাড়কাঁপানো শীত নামতে পারে। বঙ্গোপসাগর আপাতত শান্ত রয়েছে। তবে চলতি নভেম্বর মাসের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, সাগরে ২ বা ১টি লঘুচাপ, নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্য থেকে একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতীতে কার্তিকে এ দেশে অনেকবার ভয়ঙ্কর ঝড়-তুফান আঘাত হানে। তবে গতকার (মঙ্গলবার) পর্যন্ত সাগরে লঘুচাপ জন্মেনি। নিষ্ক্রিয় একটি লঘুচাপ বলয় রয়েছে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে। বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ বিচরণ করছে। আবহাওয়ার পালাবদলে মওসুমী রোগ-ব্যাধির প্রকোপও বেড়ে গেছে।

আবহাওয়া বিভাগের সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, ঊর্ধ্বাকাশে আবহাওয়ার বিন্যাস, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্নস্তরে বিশেষায়িত রাডার ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র, স্পারসোর তথ্যাবলী, জলবায়ু রিগ্রেশন ও এনালগ মডেল, 'এলনিনো' ও 'লানিনা' অবস্থার প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞমণ্ডলী কর্তৃক চলতি নভেম্বরের আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রে গত ২ নভেম্বর উক্ত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, এ নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে ১ বা ২টি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। যার মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এ মাসে সামগ্রিকভাবে সারাদেশে স্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছাড়া নভেম্বরে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাবে। আর এ মাসের শেষার্ধে রাজশাহী বিভাগ ও শ্রীমঙ্গলে রাতের তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যেতে পারে। দেশের নদ-নদী অববাহিকা ও উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও ভোরের দিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হারে কুয়াশাপাত হতে পারে। সার্বিক কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়, দেশে দৈনিক গড় বাস্পীভবন ২.৮০-৩.২০ মি.মি. এবং গড় সূর্য কিরণ দেওয়ার সময়কাল ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। নভেম্বর মাসে নদ-নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক থাকবে।

এদিকে গত অক্টোবর মাসে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে এ সময়ের স্বাভাবিক হার অপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে দেশের অন্যান্য বিভাগে স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টি ছিল কম। গত ৪ ও ১৫ অক্টোবর উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় ২টি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। ১৪ অক্টোবর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ও দিনসংখ্যা, কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং নদ-নদীর গতি-প্রকৃতি অক্টোবর মাসের পূর্বাভাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলে বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর বৈঠকে মন্তব্য করা হয়।